তারিখ 01 FEB 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

প্রথম আলো

সরকারি কলেজে ২৫ শতাংশ পদে শিক্ষক নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজে পদার্থবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগে কোনো শিক্ষক নেই। কলেজের নিজস্ব টাকা দিয়ে মাঝেমধ্যে খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে কোনোমতো শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে (মাউশি) বারবার সংকটের কথা জানিয়েও কোনো ফল পাচ্ছে না কলেজ কর্তৃপক্ষ।

নেত্রকোনা সরকারি কলেজে উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রির পাশাপাশি ইংরেজি বিষয়ে সম্মানও পড়ানো হয়। কিন্তু ইংরেজি বিষয়ে চারটি পদের মধ্যে একজন শিক্ষককে পদায়ন করা হয়। সেই তিনিও অনুপস্থিত থাকেন। ফলে দুই মাস ধরে এই বিভাগে ক্লাস হয় না বললেই চলে। এই কলেজে সব বিষয় মিলিয়ে ১৪টি পদে শিক্ষক নেই।

শুধু এই দুটি কলেজ নয়, ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বড় শহরগুলো বাদে দেশের বেশির ভাগ এলাকার সরকারি কলেজেই এখন শিক্ষকের সংকট চলছে। মফস্বল এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই সংকট বেশি।

মাউশির হিসাব অনুযায়ী, ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের ৩১৬টি সরকারি কলেজে মোট ১৫ হাজার ২৮৯টি অনুমোদিত পদের মধ্যে ৩ হাজার ৭৫৪টি পদই শূন্য। অর্থাৎ প্রায় ২৫ শতাংশ পদই শূন্য। এর ফলে কলেজগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

এ বিষয়ে শিক্ষাসচিব সোহরাব হোসাইন হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, সব শিক্ষক ঢাকায় চলে আসতে চান। মন্ত্রণালয়ের কাজের একটি বড় সময় ব্যয় করতে হয় বদলির তদবির সামলাতে। তবে এখন বদলির বিষয়ে একটি ব্যবস্থা (সিস্টেম) চালু করতে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে কমিটি কাজ করছে। এ ছাড়া শূন্য পদ পূরণের জন্য সরকারি কর্মকমিশনে চাহিদাপত্র পাঠানো হয়েছে।

মাউশির একাধিক কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে শিক্ষক চেয়ে অধ্যক্ষরা আবেদন করেন। কিন্তু পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় তাঁদের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। অভিযোগ আছে, অনেক শিক্ষককে মফস্বল এলাকায় বদলি করা হলেও তাঁরা সেখানে যেতে চান না। এ জন্য নানাভাবে তদবিরের মাধ্যমে পছন্দের কলেজে বদলি হয়ে আসেন। এ কারণে মফস্বল এলাকার শিক্ষার্থীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বিপরীতে অনেক নিরীহ শিক্ষক বছরের পর বছর ধরে মফস্বল এলাকার কলেজে চাকরি করে

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৩

২৫ শতাংশ পদে শিক্ষক নেই

শেষ পৃষ্ঠার পর

যাচ্ছেন। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও প্রতিকার পাচ্ছেন না।

মাউশির হিসাবে, প্রভাষক পদেই সবচেয়ে বেশি সংকট। এই পদে ৩ হাজার ১৩০টি পদে কোনো শিক্ষক নেই। এই পদে অনুমোদিত পদ আছে ৭ হাজার ৮০০-এর কিছু বেশি। মাউশির একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ার কারণে এই সংকট দীর্ঘ হচ্ছে। বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করে এই সংকট কাটানোর তাগিদ দেন তিনি। তবে তিনি আশা করেন, চূড়ান্তভাবে সুপারিশ করা ৩৪তম বিসিএসের মাধ্যমে শিগগিরই বেশ কিছুসংখ্যক প্রভাষক নিয়োগ হবে। এতে কিছুটা হলেও সংকট কাটবে।

সহকারী অধ্যাপক পদ শূন্য আছে ৩০৯টি। এই পদে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৪ হাজার ২০০-এর কিছু বেশি। সহযোগী অধ্যাপকের প্রায় আড়াই হাজার অনুমোদিত পদের মধ্যে ১২০টি ফাঁকা। আর অধ্যাপক নেই ১৯৫টি পদে। এই পদে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৮৩৪।

পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকেরাও ক্ষুব্ধ। নেত্রকোনা সরকারি কলেজের ইংরেজি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ফেরদৌস আরা *প্রথম আলোকে* বলেন, ক্লাস না হওয়ায় পড়ালেখা করতে তাঁর খুব অসুবিধা হচ্ছে। শিক্ষার্থীর অভিভাবক আবদুর রাজ্জাক বলেন, যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বোনকে ইংরেজি বিষয়ে ভর্তি করিয়েছিলেন, শিক্ষক না থাকার কারণে এখন নিজেই হতাশ হয়ে গেছেন।

জানতে চাইলে সরকারি কলেজশিক্ষকদের সংগঠন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সদস্যসচিব আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার বলেন, বর্তমানে যেভাবে চলছে, তাতে আসলে শিক্ষার্থীদের ঠকানো হচ্ছে। মাত্র একজন-দুজন শিক্ষক দিয়ে মাস্টার্স কোর্স পড়ানো হচ্ছে। এটা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না।

সেলিম উল্লাহ খোন্দকার বলেন, ১৯৮৩ সালের এনাম কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী আসলে সরকারি কলেজে আরও সাড়ে ১২ হাজার শিক্ষকের প্রাপ্যতা রয়েছে। এ জন্য সরকারের কাছে দাবি, দ্রুত শূন্য পদে নিয়োগ ও নতুন পদ সৃষ্টি করা হোক। না হয় শিক্ষার্থীরা আরও ঠকবেন।

(এই প্রতিবেদনে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন নেত্রকোনা প্রতিনিধি পল্লব চক্রবর্তী)